রাহুল পণ্ডা,
বালুরঘাট মহিলা মহাবিদ্যালয়

Bengali Hons., 2nd Year
Course – Third Paper
Material by Rahul Panda

ভ্রমণ সাহিত্য

প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণে গেছে এবং সেই ভ্রমণের তথ্য লিপিবদ্ধ করেছে। কিন্তু এই লিপিবদ্ধ তথ্যের সবকিছুই ভ্রমণ সাহিত্য নয়। নিছক বিশেষ একটি জায়গার ভূপ্রকৃতির বিবরণ, স্থানীয় মানুষের আচার ও সংস্কৃতির শুকনো বিবৃতি, বা রাজনৈতিক পরিস্থিতির বর্ণনা ইত্যাদি ভ্রমণসাহিত্য হিসেবে ততক্ষণ পরিগণিত হতে পারে না, যতোক্ষণ না তা লেখকের ব্যক্তিগত অনুভূতির সঙ্গে না মিশে যায়। লেখার মধ্যে লেখকের এই ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ, তাঁর নিজস্ব ভাবনা ইত্যাদি ভ্রমণ সাহিত্যের সবচেয়ে জরুরি দৃষ্টিকোণ। নচেৎ ভ্রমণের সঙ্গে ভূগোলের বইয়ের তফাৎ থাকতো না।

গ্রিক লেখক Pausanias-এর 'Description of Hellas' ভ্রমণ-সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন বলে মনে করা হয়। এই শ্রেণিতে উল্লেখযোগ্য আর একটি বই মেগাস্থিনিসের 'ইণ্ডিকা'। বাংলাসাহিত্যে ভ্রমণকাহিনির শুরু করেছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পাতায়। এরপরে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ভ্রমণকাহিনি হল – রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি', মুজতবা আলীর 'দেশে বিদেশে', নবীনচন্দ্র সেনের

'প্রবাসের পত্র', সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পালামৌ', অতুলচন্দ্র গুপ্তের 'নদীপথে', নবনীতা দেবসেনের 'ট্রাকবাহনে ম্যাকমাহানে' ইত্যাদি।

বৈশিষ্ট্য:

১। লেখকের কোনো অঞ্চল সম্পর্কে ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি, উপলব্ধি, আবেগ ইত্যাদি হবে রচনার মূল ভিত্তি।

২। সেই নির্দিষ্ট অঞ্চলের মানবজীবন, লোকাচার, লোকসংস্কৃতির সামগ্রিক চিত্র ভ্রমণবৃত্তান্তের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জুড়ে থাকবে।

৩। ভ্রমণকাহিনি সাধারণত লেখা হয় উত্তমপুরুষের বয়ানে।

৪। ভ্রমণকাহিনির মধ্যে আশা করা হয় বিবিধ গল্প-কাহিনি-উপকথার বিবরণ।

৫। নির্দিষ্ট অঞ্চলটির প্রাকৃতিক বৃত্তান্ত যাতে লেখায় যথেষ্ট জায়গা পায় তা খেয়াল রাখতে হয়।

একটি উদাহরণ: বাংলাভাষায় লেখা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভ্রমণকাহিনি হল সৈয়দ মুজতবা আলীর লেখা, 'দেশে বিদেশে' (১৯৪৮)। এই বইতে লেখক নিজের আফগানিস্তান ভ্রমনের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু সেই অভিজ্ঞতা নিছক আফগানিস্তানের ভৌগোলিক বিবৃতি নয়। বরং সেখানকার পাঠানী সম্প্রদায়ের মানুষের সংস্কৃতি, ভাবনা, সংস্কার, খাদ্যাভ্যাস, পরিধেয় ইত্যাদি বিষয় লেখক গভীর আন্তরিকতা এবং রসবোধের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই লেখার একটি মৌল উপাদান তুলনা। লেখক ক্রমাগত

বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে আফগান সংস্কৃতির তুলনা করেছেন, যাতে বঙ্গভাষী পাঠকের আফগানিস্থান সম্পর্কে বুঝতে সুবিধে হয়। মুজতবা আলী যে সময় আফগানিস্তান গিয়েছিলেন, তখন সে দেশে ভয়ানক রাজনৈতিক অস্থিরতা চলছিল। সেই রাজনৈতিক টালমাটাল পরিস্থিতিও লেখকের কলমে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এই সহৃদয় বর্ণনার গুণেই 'দেশে বিদেশে' বাংলা ভ্রমণকাহিনির তালিকায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে।

রাহুল